সংবাদ

তারিখ 30 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার দাবি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, বাস্তবতা পর্যালোচনা করে সরকারের কাছে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার দাবি জানাইতেছি। '৭৩-এর অধ্যাদেশ দেয়া হয়েছে ৬১ কালাকানুনের বিকল্প হিসেবে। '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, একাডেমিক স্বাধীনতা দেয়া আছে। কিন্তু দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই। দলীয় নিয়োগের ফলে শিক্ষকরা সারা বছর রাজনীতি, নির্বাচন, দলাদলি নিয়ে উৎসাহ আমেজে থাকেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানের অবনতি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সিন্ডিকেট একাডেমিক কাউন্সিলসহ সব গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় নিয়োগে আনুগত্য বিবেচনা করা হয়। মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততাকে বিবেচনা করা হয় না।

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা সেবার মান সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তুলনায় অনেক নিম্নমানের। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের তুলনায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তব্যে অবহেলা, গাফিলতি, ফাঁকিবাজি তুলনামূলক ভাবে বেশি। আমি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রোগী নিয়ে ১৫-১৬ দিন অবস্থান করেছিলাম। প্রতিদিন কেবিন-ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে হাসপাতালের পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা, বাস্তবতা পর্যালোচনা করে দেখেছি। এখানে জবাবদিহিতার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি। সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও প্রাইভেট ক্লিনিকে কোন অনিয়ম, অবহেলা, ভুল চিকিৎসায় রোগীর ক্ষতি বা মৃত্যু হলে সেখানে তাৎক্ষণিক মামলা করা যায়। এমনকি সরকারের কাছে অভিযোগ দিলে সরকারের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ আছে। কিন্তু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যে অবহেলা, গাফিলতি, ফাঁকিবাজির জন্য রোগীর মৃত্যু হইলে অভিযোগ অথবা মামলা করে প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ডিফিকাল্ট।

জনস্বার্থে সব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা অপরিহার্য।

আব্বাস উদ্দিন আহমদ
ধোপাদিঘীর দক্ষিণ পাড়,
সিলেট।